The Daily Star | Special Supplement | June 5, 1998 | Planning & Design : Ad Empire

For life on Earth-Save Our Seas

A. R. Khan
Director General
Department of Environment

Today is the World Environment Day. United Nations' summit on human environment in Stockholm in 1972 was the beginning of the global movement on environment. In its 27th session of UN General assembly June 5 was declared as the World Environment Day to increase public aware-ness about global environment. A resolution was also passed to form United Nations Environment Programme (UNEP). Since the historic Stockholm Summit, many countries are actively trying to take various steps to prevent the ecological disaster. As a result, 20 years after Stockholm 'The Earth Summit' was held in Rio-de-Janeiro. In the Summit, the participating countries approved Agenda-21 to prevent environmental degra-dation and to ensure environment friendly development policies. After the Rio Summit awareness about environmental pollution gained a new momentum throughout the world.

The slogan for this year's World Environment Day is 'For life on Earth-Save Our Seas' as this year was declared as the 'International Year of Ocean' by the UN.

Since ages, the seas were the most easy and low cost way of transportation. Its impor-tance grew rapidly with the evolution of modern civilization from the beginning of this century. Today the half of the world's total cargo is transported by sea-vessels. The ocean contains a huge wealth in itself. There are 20,000 species of fishes and thousand kinds of snorkels, shells, corals, planktons, etc.. This wealth not only plays a major part in retaining the ecological balance but also plays many important roles in human life. All the five continents of the world is surrounded by oceans. A large portion of earth's inhabitants live on coastal areas and most of their food protein is obtained from the oceans. As for example, in Asia 55% of the required animal protein is supplied by sea fish and other sea beings. Besides humans many other species of animals are also dependent on the oceans and its wealth. The most beautiful part of nature has 60,000 km^2 of coral reef which give safe shelter to oceanic lives, save the shores and safeguard mangroves from tidal waves. Even though the oceans and seas are profoundly related with the beauty and the equilibrium of the nature, developed and developing countries are pouring all their industrial wastes into it. Due to this process, the rivers of Europe became wastebins right after the industrial revolution. The oceans are being toxicated in many ways. France is using Marorua Coral Islands in the Pacific for nuclear tests for years. Alongwith municipal sewer, different other garbages are also poured into the seas. Two-third of the crude oil and gasoline which the first-world need immensely is carried by sea going tankers. Leakage of oil and explosions that occur in tankers make the ocean face a fatal toxication. The lives of its inhabitants are in jeopardy. Many developed, countries are throwing their nuclear wastes and other toxic wastes into the coastal areas of developing countries and thus fatally polluting the seas. The theme of this year's Environment Day deserves the same importance from the people of the developed and developing countries alike to resist this global evil.

Geographically Bangladesh is situated in such a state that the liquid wastes of the upstream countries flow through our rivers into the Bay of Bengal. Human excreta and industrial wastes produced in our industries increases the quantum of these wastes. Along our inland waters Buriganga in Dhaka, Balu river near Tongi, Karnaphuli at Chittagong and Bhairab at Khulna-the industrial zones developed beside these rivers are affecting the rivers with their crude toxic waste at an alarming rate. Bangladesh has 710 km long coast which is enriched with small islands, the Sunderban, Cox's Bazzar beach and numerous deltaic Islands. The people living in this coastal region earn their livlihood from fishing. Very often oil tankers are releasing oil in the Bay of Bengal. Sometimes there are incidents like foreign ships throwing their wastes in our coastal areas. As a result, our sea water is now polluted and the fishes are gradually decreasing. Now-a-days ship breaking has earned a good reputation for being profitable but unfortunately they bother least about oil, greeze floating in the vast coastal area in Chittagong. The Sunderban is losing its character due to the oil and ingress of salinity in the Bay. On the other hand, the projected rise of the earths temperature due to climate change may cause 120 thousand km^2 of mainland face severe flooding. To save our rivers, seas and above all the country from these disasters we must take necessary steps now.

After the present government tookover, it has taken policies to save the ecology of this reverine country and its coastal region. Steps are ongoing to create a massive mangrove forest. The rivers in the southern and the northern part of the country are likely to have increased flow of water because of the historic water agreement with India. Watershed management plans are required to be executed through regional cooperation among Bangladesh, Nepal and India. Common rivers donot belong to any specific country. The United Nations Environment Programme endevouring regional cooperation among the countries to save the oceans. Already there have been successful implementation of Regional Seas Programs with UNEP's assistance. Countries like Australia and NewZealand are strongly working against dumping of nuclear waste in the ocean. Japan has declared ban on nuclear waste carrying vessels within it's coastal territory. But these individual actions do not seem to be enough. Global and regional programs should be taken considering the dependenc of all beings on the oceans and the inter-relation between the ecology and the ocean.

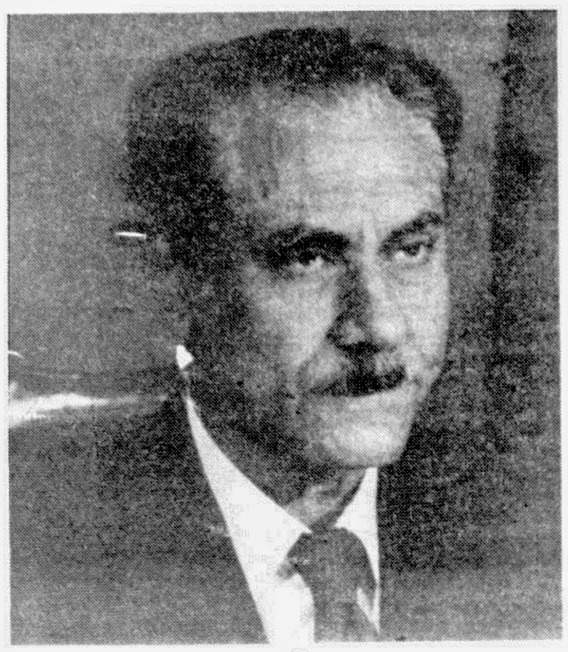

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য 'জীবনের জন্যে পরিবেশ–নদী ও সাগর বাঁচাও' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান বাতাস ও পানি আন্তর্জাতিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। মানুষের কর্মকান্ডের ফলে গ্রীণহাউজ প্রভাব, আবহাওয়া পরিবর্তন, ভূমন্ডলীয় তাপবৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোনস্তর ক্ষয়, মরুময়তা ইত্যাদি ধরিত্রীর জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপুল জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশ পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর দান করেছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্বের জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী এ বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "জীবনের জন্য পরিবেশ– নদী ও সাগর বাঁচাও" নির্ধারণ করেছে। যখন আমাদের এ ধরিত্রী পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমস্যায় আক্রান্ত তখন এই প্রতিপাদ্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে আজ একই সমান্তরালে ভাববার সুযোগ করে দিয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে দৃঢ়সংকল্প। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর ঐক্যমত সৃষ্টি ব্যতীত পরিবেশ বিপর্যয় রোধ সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে।

আমি মনে করি সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আপামর জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আহবাব আহমদ
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে প্রতি বছরের ন্যায় ৫ই জুন ১৯৯৮ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) নির্ধারিত এ বছরের প্রতিপাদ্য "জীবনের জন্যে পরিবেশ– নদী ও সাগর বাঁচাও" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমি কর্মসূচির উদ্যোক্তাদেরকে জানাই অভিনন্দন।

পরিবেশের অবক্ষয় ও ব্যাপক দূষণের ফলে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। সাগরে বর্জ্য ফেলা, সাগরের তলদেশে বিস্ফোরণ ঘটানো এবং জাহাজডুবির ফলে বিশ্বব্যাপী সাগরের পানি দূষিত হচ্ছে। ফলে সাগরের সম্পদ মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নদীতে কলকারখানার বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলা, কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে নদীর পানিও দূষিত হচ্ছে। মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ এবং তলদেশে পলি জমে দেশের অধিকাংশ নদীর প্রবাহ আজ প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন কাজে এবং কৃষিকাজের প্রয়োজনে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়াতে পানির স্তর কমে গিয়ে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মানব জাতির অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের মারাত্মক অবক্ষয় ঘটছে প্রতিনিয়ত। ফলে কৃষিকাজসহ আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশও বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ রক্ষায় সোচ্চার। মন্ট্রিল প্রটোকল, বাসেলস কনভেনশন, আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন, জীববৈচিত্র কনভেনশন, মরুময়তা প্রতিরোধ কনভেনশন প্রভৃতিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষরদান করেছে। পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ ধরিত্রী সম্মেলন এবং এসব কনভেনশনের সনদ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের সরকার পরিবেশ রক্ষায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়ন, পার্বত্য এলাকায় বনায়ন, সারাদেশে ব্যাপক সামাজিক বনায়ন, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগের সমন্বয়ের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় নারী, পুরুষ, যুবক, শিশু নির্বিশেষে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গীকার সবার মধ্যে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হোক, এ আমার একান্ত কামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "জীবনের জন্য পরিবেশ–নদী ও সাগর বাঁচাও"। মানুষের অপরিনামদর্শী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর নদ-নদী ও সাগরকে দূষিত করছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক এবং বঙ্গোপসাগর বিধৌত দেশ। পরিবেশগত দূষণের শিকার বাংলাদেশের সাগর এবং নদ-নদীর পানিও। সেই প্রেক্ষিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই আলোকে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কর্মসূচির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকল স্বাক্ষরদান করেছে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্লান (নেমাপ) ও এজেন্ডা-২১ এর প্রেক্ষাপটে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শিগগিরই জাতীয় পরিবেশগত মানমাত্রা প্রণীত হতে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দারিদ্র্য যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণে প্রধান অন্তরায়, সেহেতু বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা"র অঙ্গীকার তারই প্রতিফলন। মানব জাতির অভিন্ন এই সমস্যা সমাধানেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবো– বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy By BGMEA

THE ONLY ASSOCIATION THAT HELPS FACILITATES WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILDREN'S EDUCATION.

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION.

BTMC Bhaban ,7-9 Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh.
Tel : 815597, 815751, 822119, Fax : 880-2-813951
Tlx : 632430 BGMEA BJ.

Message

The United Nations is privileged to participate in Bangladesh's celebration of World Environment Day, 1998. The World Environment Day, established by the United Nations General Assembly in 1972, has over the years gradually evolved into a people's event which brings together governments, community groups and individuals in a unique partnership to organise countless activities that raise awareness and generate pledges to protect and regenerate the world's vulnerable environment.

This year's World Environment Day focuses attention on the United Nations International Year of the Ocean. The theme, "***For Life on Earth: Save our Seas***", is appropriately timed as it makes us reflect on the necessity of protecting the largest natural resource base in the world, our oceans and their vast wealth of biodiversity. It is more so important because nearly 3.5 billion people live in coastal areas and depend directly or indirectly for their livelihood on the ocean resources. Bangladesh has about 30% of its population living in the coastal areas for whom sustainable resource management becomes critical, especially for the poor and disadvantaged communities. They are not only vulnerable to cyclones and storms, but also to rise in water levels due to global warming. It is appropriate to reflect anew on their needs.

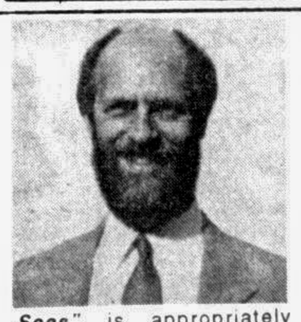

The United Nations system is fully committed to support national efforts for sustainable environment management, as well as helping Bangladesh meet its commitments to the global environmental agenda.

Thank you.

David E. Lockwood
UN Resident Coordinator in Bangladesh